দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

79

রেজিঃ নং ডিএ ৭১৬ । বর্ষ ৪ সংখ্যা ১১১ । ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৬ আষাঢ় ১৪০২ বাংলা । ১ সফর ১৪১৬ হিজরী । ৩০ জুন ১৯৯৫ ইংরেজী । পৃষ্ঠা ১৬ । মূল্য ৩ টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঘাটতিসহ ৫৮ কোটি টাকার বাজেট পেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ১২ কোটি ৮২ লাখ ৪৫ হাজার টাকার ঘাটতি বাজেটসহ ৫৭ কোটি ৯৭ লাখ ২৬ হাজার টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম শামসুল হক এ বাজেট পেশ করেন।

বৃহস্পতিবার মুলতবি অধিবেশন যথারীতি বিকাল চারটায় শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতেই সিনেট চেয়ারম্যান উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বুধবারের বিতর্কিত কায়সার কামালের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করেন। যথারীতি অধিবেশন চলতে থাকলেও এক পর্যায়ে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন সিনেটর নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে নীল দল সমর্থক সিনেটররা ৫ টা ৫৭ মিনিট এক মিনিটের জন্য ওয়াকআউট করেন।

এ অবস্থায় সিনেট চেয়ারম্যান কোষাধ্যক্ষকে বাজেট পেশ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু কোরামের অভাবে বাজেট পেশ করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত উপাচার্য ৬টা পাঁচ মিনিটে দুই মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। কিন্তু এ দু মিনিটের আগেই ওয়াকআউটকারী সিনেটররা অধিবেশন কক্ষে ফিরে এলে কোষাধ্যক্ষ বাজেট পেশ করেন।

বাজেটে সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদান ধরা হয়েছে ৪৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা যা মোট বাজেটের শতকরা ৯৪ দশমিক ৩৪ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় দেখানো হয়েছে দু' কোটি ৮৫ লাখ টাকা যা মোট বাজেটের শতকরা পাঁচ দশমিক ৬৬ ভাগ। বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে। এসব খাতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ৩৪ কোটি ৬৪ লাখ ৭৯ হাজার টাকা যা মোট বাজেটের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। ছাত্রদের বৃত্তি এবং গবেষণা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে যথাক্রমে মূল বরাদ্দের শতকরা এক দশমিক ৩১ ভাগ ও দু' দশমিক ৬৭। কোষাধ্যক্ষ তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেন, দু'টি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় কমে যাচ্ছে। একটি হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়া। অপরটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধির হার আয় বৃদ্ধির হারের চারগুণ বেড়ে যাওয়া।

গত বুধবার উপাচার্যের পেশকৃত অভিভাষণ ও কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক নূরুর নাহার রহমান, অধ্যাপক আফরোজান নাহার, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, ডঃ আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক আজিজুল ইসলাম ভূইঞা, ও জয়ের ফারুক, অধ্যাপক সৈয়দ আহমেদ, হাবিবুর রহমান খান, এবিএম মোশারফ হোসেন, সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রমুখ।

সভায় সাংবাদিক আজিজুল ইসলাম ভূইঞার আবেদনের প্রেক্ষিতে কয়েকটি সংবাদপত্র সম্পর্কে উপাচার্য তাঁর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তিনি তা প্রত্যাহার করে নেন।